



314133 - সাঈ-এর পরে দুই রাকাত নামায পড়া কিসুননত?

প্রশ্ন

উমরা বা হজ্জেরে সাঈর পর দুই রাকাত নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

সাঈ-এর পর দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নত নয়। এক্ষেত্রে তাওয়াফের উপর সাঈ-কে কয়িস করা ঠিক নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সাঈ-এর পরে দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নত নয়। হানাফী মাযহাবের আলমেগণ এটাকে মুস্তাহাব বলছেন।

ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন: “সাঈ শেষে করার পর মসজদে প্রবশে করে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব; যাতা করে তাওয়াফের মত সাঈ-র শেষে কাজটি হয় এটি। যমেনভাবে তাওয়াফের সূচনা হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সূচনার মত হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার মাধ্যমে। এই কয়িসরে কোন প্রয়োজন নহে। যহেতে এ ব্যাপারে সরাসরি দলিল রয়েছে। সটেই হলো: আল-মুত্‌তালবি বনি আবি ওয়াদাআ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ ، جَاءَ ، حَتَّى إِذَا حَازَى الرُّكْنَ ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّائِفِينَ أَحَدٌ.

(আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাঈ শেষে করলেন তখন তিনি রুকন বরাবর এলেন এবং মাতাফেরে (তাওয়াফস্থলরে) প্রান্তভাগে দুই রাকাত নামায পড়লেন। তাঁর মাঝে ও তাওয়াফকারীদের মাঝে আর কউে ছিল না।)[মুসনাদে আহমাদ, সুনানে ইবনে মাজাহ ও সহিহ ইবনে হিব্বান][ফাতহুল কাদিরি (২/৪৬০) থেকে সমাপ্ত]

এই হাদিস দিয়ে দলিল পশে করা দুটো দিক থেকে ভুল:

এক: হাদিসটির ভাষ্য হচ্ছে: حِينَ فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ (যখন তিনি সাতচক্কর সমাপ্ত করলেন); হাদিসটির ভাষ্য:(سَعْيِهِ) (সাঈ শেষে করলেন) নয়। এখানে সাতচক্কর দ্বারা উদ্দেশ্য তাওয়াফেরে সাতচক্কর।



ইমাম নাসাঈ (২৯৫৯) ও ইবনে মাজাহ (২৯৮৫) এর বর্ণনাতঃ এসছে:

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ فَرَغَ مِنْ سُبُعِهِ، جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ، فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوْافِينَ أَحَدٌ .

(আল-মুত্তালবি বনি আব্বি ওয়াদাআ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন: আমি দেখেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাঈ শেষে করলেন তখন তিনি মাতাফেরে (তাওয়াফস্থলরে) প্রান্তভাগে দুই রাকাত নামায পড়লেন। তাঁর মাঝে ও তাওয়াফকারীদের মাঝে আর কেউ ছিল না।)

এবং ইবনে খুজাইমা (৮১৫) ও ইবনে হিব্বান (২৩৬৩)-এর বর্ণনাতঃ তাওয়াফের কথাটি স্পষ্টভাবে উদ্ধৃত হয়েছে:

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوْافِينَ أَحَدٌ .

(আল-মুত্তালবি বনি আব্বি ওয়াদাআ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন: আমি দেখেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাওয়াফ শেষে করলেন তখন তিনি মাতাফেরে (তাওয়াফস্থলরে) প্রান্তভাগে এসে দুই রাকাত নামায পড়লেন। তাঁর মাঝে ও তাওয়াফকারীদের মাঝে আর কেউ ছিল না।)

দুই: হাদিসটি দুর্বল। আলবানী ‘তামামুল মনিহা’ (পৃষ্ঠা-৩০৩) বলেন: উল্লেখিত হাদিসটি দুর্বল। কেননা সটে কাছরি বনি কাছরি বনি আল-মুত্তালবি এর বর্ণনা থেকে। এ সনদে তাকে কেন্দ্র করে মতভেদে হয়েছে। ইবনে উওয়াইনা বলছেন: তার থেকে, তার পরিবারের কোন সদস্য থেকে, তিনি তার নানা আল-মুত্তালবিকে শুনছেন।

ইবনে জুরাইজ বলছেন: কাছরি বনি কাছরি আমাকে খবর দিয়েছেন তার পতি থেকে তিনি তার দাদা থেকে।[সমাপ্ত]

আল-আজমী তার কৃত ইবনে খুজাইমার তাহকীকে (পাঠোদ্ধারে) বলেন: সনদটি দুর্বল। ইবনে জুরাইজ মুদাল্লিসি এবং তিনি ‘থেকে থেকে’ বলে বর্ণনা করছেন। এর সনদ নিয়ে এত মতভেদে রয়েছে যে, তা বিস্তারিত উল্লেখ করার সুযোগ এখনে নাই।[সমাপ্ত]

সহি ইবনে হিব্বানের ‘তাহকীকে’ (পাঠোদ্ধারে) শূআইব আল-আরনাউত হাদিসটিকে সহি বলছেন।

সারকথা:

সাঈ-এর পর দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নত নয়। এক্ষেত্রে তাওয়াফের উপর সাঈ-কে কয়্যাস করা ঠিক নয়।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।